—সমস্যা ও সমাধান—

বর্ত্তমান ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু বহির্ম্মুখ বিশ্বপরিস্থিতির প্রধান সমস্যা-গুলি সমাধানের উপায়স্বরূপ Peaceful Co-Exhistance এর কথা বলিয়াছেন। সমরোন্মুখ জাতিসমূহের মত্ততায় বিশ্বশান্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা--ইহা সকলেই স্বীকার করেন। Peaceful Co-Exhistance নীতি To the point অনুঃস্থত হইলে কোটী কোটী মুদ্রাব্যয়ের দ্বারা সমর-সম্ভার সংগ্রহ, সৈন্যবিভাগে বা দেশরক্ষা বিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না; অধিকন্তু সেই সমস্ত অর্থ নিজ নিজ দেশ উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, দেশ সমৃদ্ধিশালী হইবে এবং দেশের জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। উক্ত নীতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিলে জনসাধারণের সুবিধার্থে নিযুক্ত পুলিশবাহিনীরও প্রয়োজন হ্রাস হইবে,—ইহা সত্য কথা। মানব-মেধায় বর্ত্তমানে ইহা অসম্ভব মনে হইলেও ইহা শান্তির ও ভারতীয় রাজনীতির একটি সূত্র।

এখন দেখিতে হইবে উক্ত নীতির মূল কোথায়? নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শির চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে—ইহার মূল হইতেছে অন্তর-জগৎ-সম্বন্ধ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। জীব অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি বা ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা চালিত না হইলে Peaceful Co-Exhistance নীতির অনুসরণ করিতে পারে না। অর্থাৎ Negative জগতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তির সম্ভাবনাই হয় না—যতক্ষণ না Posetive জগতের সঙ্গে জীব সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর Posetive জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলে Negative জগতের ছোট-বড়, লাভ-লোক্সান্, সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয়—সমস্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়া থাকে।

পারমার্থিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়—তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ এই নশ্বর জগতে বা বহির্জগতে বস-বাসের পাকাপোক্ত ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ না দিয়ে, কিভাবে অন্তর জগতের বা নিত্য-জগতের Membership লাভ করা যায়, সেই দিকেই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিতেন এবং সাফল্যলাভও করিতেন। এজগতে যতটুকু বস্তু বা পদার্থ জীবনযাত্রার জন্য সহজপ্রাপ্য—সেইটুকুই স্বীকার করিতেন। যেথান হইতে আজই হউক আর দু'দিন পরেই হউক—বিদায় লইতেই হইবে,—সেই পান্থশালা সদৃশ জগতে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করায় কোন স্থায়ী লাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ মহাত্মা চরিত্রও ইতিহাস প্রসিদ্ধ--যাঁহারা বহুযুগ পরমায়ু লাভ করিয়াও তাহা অসীমকালের তুলনায় ক্ষণকাল বোধে বৃক্ষতলে বাস করিয়া নিত্যজগৎ-ভ্রমণের সোপান রচনা করিতেন। আবার কোন মহাত্মা বস্ত্রাদি সংগ্রহ চেষ্টাকেও বৃথা কালক্ষেপ মনে করিয়া দিগ্বসনেই থাকিতেন। ইহা সেই মহৎ সংস্কৃতির দেশ। অতএব দেখিতে হইবে আমাদের সমস্যা ও তাহার সমাধান কি? Peaceful Co-Exhistance নীতির দ্বারা এই জগৎ-সমস্যার উগ্রতা তৎকালিক প্রশমিত হইলেও তাহা যে চিরকালের জন্য নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। কেননা সমস্যা যাহা দ্বারা রচিত বা গঠিত সেই বস্তুটী জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া সত্ত্বা সম্পন্ন, অর্থাৎ চেতন।

ভাত কাপড়ের সমস্যাই কিছু সমস্যা নয়। যে দেশে ভাত-কাপড় আছে, প্রচুর অর্থাদি আছে, তাহারাও সমস্যার হাত এড়াইতে পারেন নাই। অশান্তি সেখানেও কম নহে। বর্ত্তমানে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ; কিন্তু সেদিকে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখ্‌বেন—সেখানকার সবচেয়ে যাঁরা ধনী বলে প্রসিদ্ধ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের পৌষমাসে নবদ্বীপ সহরে প্রদত্ত বক্তৃতাবলম্বনে]

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্যে ডুবে আছেন, তাঁহাদের আত্মহত্যার সংখ্যা পৃথিবীর সব দেশের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অতএব দেখিতে হইবে গলদ কোথায়? অন্নহীনের কাছে অন্নের আশা বা শান্তিহীনের কাছে শান্তির আশা যেমন অর্থহীন, সমস্যাগ্রস্ত জীবের কাছে সমস্যার সমাধানের আশাও তদ্রূপ অমূলক। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান প্রদান ক'রেছেন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান বেদব্যাস—ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীভগবদ্গীতার মাধ্যমে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত—সমস্যার চরম অবস্থার সমাধান প্রদানের জন্য আবির্ভূত। আমরা মহাত্মা ভীষ্ম-বাক্যে জানিতে পারি, মহাবীর অর্জ্জুন—যিনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীপূর্ণ সমস্ত সমর-ক্ষেত্রের সমাধান এনে দিতে পারেন,—তিনি যখন সর্ব্ববল সম্পন্ন, নিগ্রহ অনুগ্রহ সমর্থ হইয়াও নিজেই সমস্যার সমাধানে ব্যাকুল—তখনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। অপরপক্ষে যিনি দেশের সমস্ত সমাধানের মালিক, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা বলিয়া পূজিত, তিনি যখন বুঝ্তে পার্লেন, সাতদিনের নোটীশে এ জগৎই ছেড়ে যেতে হবে—তখন তাঁর সমস্যার গুরুত্বের কথা ভেবে দেখুন; দেখ্বেন—সমস্ত সমস্যার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর সমস্যায়; সেই সময় যিনি সুষ্ঠুরূপে সমাধান দিতে আবির্ভূত—তিনিই 'শোকমোহ-ভয়াপহা' শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত বা ভগবদ্গীতা কোন সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পোষণ করেন নাই। সার্ব্বজনীন ভাবে আমাদের সমাধান প্রদান ক'রেছেন। সর্ব্বপ্রকারে সমস্যাগ্রস্ত হলেও যে বস্তু আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করিতে পারে, তাহাই প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য ঐ দুই সূর্য্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এখনো সসম্মানে বিরাজিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই ধরুন। পরীক্ষিত মহারাজ যখন চরম বিপদাবস্থা (?) প্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মনীষী—ঋষিগণের বিভিন্ন মতবাদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় মহাচিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই যদৃচ্ছাগত শুকদেবের আগমন। পরীক্ষিতের প্রশ্ন কিছু দল বিশেষের বা জাতি বিশেষের প্রশ্ন নয়—শুধু মানুষেরও নয়—সমস্ত জীব-চৈতন্যের প্রশ্ন। সেই চরম মুহূর্ত্তে তাঁহার একমাত্র প্রশ্ন—কি প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা এই অত্যল্প সময়ে পরমমঙ্গল—পরাশান্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃলাভ করা সম্ভব।

সমস্যাযুক্ত পরীক্ষিৎ—সমাধান প্রদাতা শুকদেব। একজন সমস্যার চরমাবস্থায় উপনীত, অপর—সমাধানের চরমাবস্থালব্ধ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে আরও সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে আব্রহ্মস্তম্বপূজিত আত্মারাম শ্রীশুকদেব বল্ছেন—হে রাজন! আপনার এই প্রশ্ন, শুধু আপনারই নয়, ইহা সমস্ত জগতের প্রশ্ন এবং ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন।

'শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র! নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত।

এজগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হ'তে বিভিন্ন স্তরের মানব পর্য্যন্ত সকলেই নিজ প্রয়োজনে ব্যস্ত, আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতিই এদের প্রয়োজন, আর প্রয়োজনের খাতিরেই যত সমস্যার উৎপত্তি। কিন্তু এরা সকলেই অনাত্মবিৎ। কেন না আত্মবিতের প্রোগ্রাম একটিই। যারা নিজেকে দেখ্তে পায় নাই—যারা নিজের প্রয়োজন দেখ্তেই শেখে নাই—তাহারাই স্বীকার কোর্বে ঐগুলিকে প্রয়োজন বলে। কিন্তু যারা নিজেকে জানে, নিজের প্রয়োজন যথাযথ ভাবে জানে, তারা আপনার এই প্রশ্নকেই প্রকৃত প্রশ্ন বা একমাত্র প্রশ্ন বলে স্বীকার কোরবে। অনাত্মবিতের প্রোগ্রাম চিরদিনই আগের জন্য বুক্ট্ হয়ে থাক্বেই, কেন না তারা—"গৃহেষু গৃহমেধিনাম"।

আত্মবিৎ-এর একমাত্র প্রোগ্রাম্—অবিদ্যার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া। যে ব্যক্তি জলে ডুবে গেছে

তার প্রোগ্রাম্—তার সমস্ত চেষ্টাই হবে কিভাবে বাঁচ্‌তে পারা যায়। এজগতের উন্নতির জন্য যত প্রকার বহির্ম্মুখী প্রচেষ্টাই চলুক্—সমস্ত প্রচেষ্টাই মৃত্যুর এপারে থেকে যাবে। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। কেবল মোহগ্রস্ত হ'য়ে দেহ হ'তে দেহে ছুটাছুটী করা আর জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া অনাত্মবিদের অন্য কোন ফলই লাভ হয় না। সমস্ত চেতনই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হ'য়ে দেহাত্মহং বুদ্ধি নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে জন্ম মৃত্যুর অধীনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থার হাত হতে ইমিডিয়েট্ রিলিফ্—অর্থবল, জনবল, সমরোপকরণ যতই বাড়ুক্ না কেন তাহার দ্বারা—পাওয়া যাবে না। বাড়ী-ঘড়, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—কিছুই আমার নয়। এমনকি দেহটাও নয়। এ দেহাদিতে 'আমি' বা 'আমার' বুদ্ধিই—পশুবুদ্ধি। যতদিন এই গুলিতে আমি বা আমার বুদ্ধি থাক্‌বে, ততদিন আমার সমস্যাও থাক্‌বেই। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি—ততদিন আমাকে ভেল্কি লাগিয়ে দেহ হতে দেহান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে; এবং তাদের হাত হতে রেহাই পাবার পথও ঐ ভাবে অনন্তকালেও আবিষ্কার কর্‌তে পারা যাবে না।

ভাগবত বলেছেন—তোমরা ভাল করে সমস্যা দেখ্‌তেই শেখ নাই। সমস্যা দেখার পথ হচ্ছে—'স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদঃ।' যে ব্যক্তি ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নে 'বাঘে ধরেছে' বলে চিৎকার করে, তাকে জাগিয়ে দিলেই সমাধান হয়ে যায়; জাগ্‌লেই সে দেখবে সবই ঠিক আছে। দেখবে যে জন্য দিবারাত্র রিলিফের আশায় সহস্র প্রোগ্রামের মধ্যে ডুবে থাক্‌তে হয়—সে গুলি কাহারও প্রবলেম্ই নয়। শুকদেব বলেছেন—'ত্বন্ত রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিঃ'—অর্থাৎ মরাটা এনিমেল্ কন্‌সেফ্‌সন্। তুমি মর না—ওণ্ট্ ডাই। হাজার রকমের সমস্যা তোমার নাই। ব্যাক্ টু গড্—আত্মস্থ হও। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'—অন্যথারূপ পরিত্যাগ কর। তুমি চিদাকাশের মেম্বর। যেটাকে তুমি অমৃত বলে ভাব্‌ছ—সেটা বিষ। যেটাকে তুমি সুখ-দুঃখ আমার-তোমার বলে মনে করছ—সেগুলি কিছুই নয়। সমস্তই অবিদ্যা। "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়; অবিদ্যাকে পিছনে ফেলে আলোর দিকে এগিয়ে চল। জড় হ'তে চেতনের দিকে অভিযান কর—আবর্জ্জনার হাত হতে বাঁচবে। টু মেক্ দি বেষ্ট্ অফ্ এ ব্যাড্ বার্‌গেইন্।

(ক্রমশঃ)

"শাস্ত্র বলেন,—"অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, ওষধি, বৃক্ষাদি—সকলেই চেতনযুক্ত জীব। সুতরাং যিনি নিরামিষাশী বলিয়া অভিমান করেন, তিনিও বস্তুতঃ জীবহিংসক। বৈষ্ণবগণ আমিষভোজী বা নিরামিষাশীও নহেন। তাঁহারা সাত্বত শাস্ত্রানুমোদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবনোদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করেন। মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য কখনও ভগবানের নিবেদন-যোগ্য বস্তু হইতে পারে না, উহা তামসিক প্রকৃতি ব্যক্তিগণের খাদ্য। নিরামিষ বা শাক-সব্জীও যদি ভগবৎ প্রসাদ রূপে গৃহীত না হয়, তাহাতেও যদি প্রাকৃত ভাত-ডাল বুদ্ধি থাকে ও কেবল নিজরুচির প্রয়োজন লক্ষ্য হয়, তবে তাহার দ্বারাও জীব-হিংসা হইয়া পড়ে।"

—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

—সমস্যা ও সমাধান—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচ্য হ'তে পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত আত্মানুভবকর্ত্তৃগণেরই (সক্রেটিশ প্রভৃতিও) ঐ এক কথা। সকলেই বলেন—চিলের পিছনে না ছুটে একবার কানে হাত দিয়ে দেখ। বেদাদিতে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণকে—বিক্ষিপ্তমতি পাগলকে 'সেল্‌ফ্‌ সেণ্টার্‌' করার জন্য বহুপ্রকার সংস্কারের উল্লেখ র'য়েছে। অসংস্কৃত জীবকে সেই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে আত্মজগতে উন্নীত ক'রতে পার্‌লেই সে তখন নিজের নিজত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পারে। "যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। ততো ততো নিয়ম্যেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টাই হচ্ছে—'স্যাডো' হ'তে 'সাবষ্টেন্সের' দিকে—'ফেনমেনা' হ'তে 'রিয়েলিটির' দিকে—একমুখী অভিযান এবং একেই বলে প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি হলেই সব সমাধান হ'য়ে যাবে।

.....শুদ্ধজ্ঞানে এখানকার অবস্থিতি নাকচ্‌ কর্‌তে পার্‌লেও ভাবী জগতের সম্বন্ধে বা প্রাপ্তি বিষয়েও আবার সমস্যা এসে পড়ে। অতএব এখন সেই সম্বন্ধে যৎসামান্য ব'লে আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

জড় হ'তে চেতনের দিকে অভিযান ব্যাপারে বিভিন্ন আচার্য্যগণের বিভিন্ন পন্থা দেখা যায়। কিন্তু মহাকাশের নক্ষত্রসমূহ এখান হ'তে একই 'প্লেনে' দেখা গেলেও তাহাদের তফাৎ যেমন বহু সহস্র 'লাইট্‌ ইয়ার্‌', তদ্রূপ আচার্য্যগণের দানেরও প্রচুর তারতম্য বিদ্যমান। আর সেইগুলি যথাযথ ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌লে তখন শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ সংবাদে আমি আমার এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান সুন্দররূপে পেয়েছি। আপনারা সদনুগত হ'য়ে চরিতামৃতের অষ্টম অধ্যায়টি পাঠ কর্‌লেই পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

প্রাপ্তির স্তরভেদানুসারে প্রাপ্ত্যুপায়েরও স্তরভেদ র'য়েছে। আচার্য্যগণও সে বিষয়ে নিজ নিজ অনুভূতি ও নিষ্ঠানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আলোক সম্পাতের দ্বারা জীবজগতের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার অপূর্ব্ব প্রভায় সমস্তই পরিপূর্ণ ম্লানতা প্রাপ্ত। অনাদিরাদি পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্‌ নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ কর্‌বার্‌ জন্য—সাধ্যের চরমপ্রাপ্তির উপায় যখন নিজমুখে কীর্ত্তন ও নিজে আচরণমুখে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক স্বরূপ প্রকট করেন, তখনই তাঁর কৃপায় তাঁহাকে 'স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী ভগবান্‌' রূপে অনুভব হয় এবং তখনই শ্রীরূপোক্ত প্রণাম মন্ত্রে—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"—নিজেকে নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে পারি। সেই শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতের নির্য্যাসের উৎকর্ষতাই ধারাবাহিকরূপে আমরা রামানন্দ সংবাদে সংক্ষেপে দেখিতে পাই।

নরলীল মহাপ্রভু বল্‌লেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"। কিসের জন্য জীবসকল নিজের সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োজিত কর্‌বে, সেইটি তুমি 'অথরিটি'র দ্বারা প্রমাণ কর। এই সাধ্যবিষয়ে প্রশ্নটুকু বহুজন্মের ভাগ্যফলে জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। বেদান্তদর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে আচার্য্যগণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের এই বক্তৃতাটী সাংকেতিক ভাষায় কয়েকমাস পূর্ব্বে লিখিত হয়। এতদিন পরে ইহার রূপদান হইল। অতএব ত্রুটী বিচ্যুতি লেখকের বলিয়াই জানিতে হইবে।

আমাদিগকে সেকথা বিশদ ও স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর খোলাখুলি ভাবে রামরায়ের কাছ হ'তে শুন্‌তে চাচ্ছেন। কেন? "স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" আবার শুধু মুখের কথাতেই নয়, শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা অথরিটির দ্বারা প্রমাণ কর্‌তে বল্‌ছেন। রামানন্দও মহাপ্রভুর কথার উত্তর প্রদানমুখে সেইরূপ গম্ভীর বিভিন্ন মতবাদের উত্থাপন ও সমাধান কর্‌তে কর্‌তে ক্রমশঃই চরম-সাধ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইতেছেন।

"রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" স্বধর্ম্ম কি?—বর্ণাশ্রম বিহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন। সাধ্য—বিষ্ণুভক্তি। বিষ্ণু কে? বিশ্বং ব্যাপ্নোতি। ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরের মধ্যে আত্মা—আর আত্মার আত্মা হচ্ছেন বিষ্ণু। তিনিই 'ওনার্', সমগ্র জগতের 'ইন্টারনেল্ সাবস্‌টেন্স্'। অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। তাঁকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। রায় রামানন্দ এখানে নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম পালনের দ্বারাই সেই বিষ্ণুভক্তি হয় বলে সাধ্যপ্রমাণ বল্‌লেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে সম্বন্ধোপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব'লে মহাপ্রভু বল্‌লেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" অর্থাৎ এগুলি অত্যন্ত বহির্ম্মুখদের জন্য। ইহা ছ'মাসের রাস্তা; অতএব 'ডাইরেক্ট্ এপ্রোজের' কথা বল। তখন "রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার"॥ প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার॥" প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে. জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার॥" ...কর্ম্মমিশ্রাভক্তি নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ইহার কোনটাই প্রকৃত সাধ্য বা সাধন নহে। উত্তরোত্তর 'এড্‌ভান্স ষ্টেজের' কথা থাক্‌লেও প্রত্যেকটিতেই নিজের বুঝ্‌দার্ বা মাপ্‌দার্ ভাব র'য়েছে। প্রত্যেকটিতেই মায়ার স্পর্শ আছে। কিন্তু যখন "রায় কহে জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্যসার।" তখন মহাপ্রভু বল্‌লেন—"এহো হয়" অর্থাৎ এইবার প্রকৃতপথে আসা হয়েছে। জ্ঞানশূন্যাভক্তি থেকেই প্রকৃত ভক্তির আরম্ভ। বাইবেলেও দেখা যায়, জ্ঞানবৃক্ষের ফলই পতনের কারণ। সব জিনিষ আমার বোঝা চাই —এটা অগ্রাহ্য কর্‌তে হবে। যেহেতু মেপে নেওয়া বুদ্ধিই দুষ্ট বুদ্ধি। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা তাঁকে ত' দূরের কথা, একটু অণু-পরমাণুকে মেপে শেষ করার ক্ষমতা নাই। এই জন্য ভাগবতের প্রমাণ দিয়ে বল্‌ছেন—"জ্ঞানেপ্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি"। তোমার বুঝে নেবার কতটুকুই বা ক্ষমতা আর কি-ই বা বোঝ। তোমার চেয়ে কোটীগুণ অনন্তগুণ তোমার মঙ্গল বুঝিবার লোক আছে; তুমি কেবল তোমার বুঝ্‌দার ভাবকে (উদপাস্য) ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক'রে 'নমন্ত এব জীবন্তি' এই পন্থা অবলম্বন কর। দেখ্‌বে—বিদ্যুদ্যানের মত লিফ্‌টের মত বৈকুণ্ঠ ভূমিকায় তুমি উন্নীত হয়ে যাবে। যেটা তোমার বাধক ছিল, দেখ্‌বে সেইটাই তোমার সাধক হয়েছে। আর কি "সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্"। 'সাব্‌মিসিব্ ইয়ারিং' দিতে শিখ্‌লেই দেখ্‌বে, তোমার চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ শেষ হ'য়ে গেছে। আর 'ইয়ারিং' দিতে হবে কোথায়? যিনি 'প্রপার্‌লি গাইড্' করতে পারেন তাঁর কাছে। প্রকৃত 'গাইডেন্স্ প্রপার্' দরকার। এইটাই তোমায় বাঁচাবে। "স্থানে স্থিতাঃ" তুমি যে কোন অবস্থাতেই থাক, সেইখান হ'তেই 'এটেণ্ড্' কর—দেখ্‌বে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। কেন না সাধুমুখ নিঃসৃত ভগবৎকথাই একমাত্র বাঁচাতে পারে। যিনি এইভাবে চলেন, তাঁর দ্বারা ভগবান যতই দুর্ভেদ্য, দুর্ল্লভ, অজিততত্ত্ব হোন না কেন—জিত হন। ভগবদুক্তির সর্ব্বত্রই রয়েছে—"ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যম্"। সাধুসঙ্গে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির আশ্রয়ে অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথায় ইন্টেলেক্ চুয়েল্ জায়েন্ট্'ও পারে না। এইজন্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের ভাষ্যে সাধুসঙ্গের কথা প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ ক'রেছেন। সাধু হচ্ছেন 'লিভিং সোরস্'। কোন গুণ না থাক্‌লেও সাধুসঙ্গের প্রভাবে "সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে"। সাধুসঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত ঘৃণ্যকেও ভগবৎসেবোপকরণ ক'রে

তোলে। পূজ্য বা সেব্য-দর্শনই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ-দর্শন। 'মিস্ মেও' প্রভৃতি অনেকেই এই পূজা জিনিষের কদর্য্যভাব প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পূজার বাতাস পর্য্যন্ত পায় নাই; পূজা তত্ত্ব হতে তারা চিরদিনই সহস্র সহস্র যোজন দূরে থাকবে। প্রকৃত পূজ্য বুদ্ধি নিয়ে যে 'এপ্রোচ্' করতে পারে, তার কোন ভয়ই থাকে না। ভয় নিজেই তা'কে দেখে পালিয়ে যায়। যার আশ্রয়ে থাকলে সমস্ত কুৎসিৎ ভাব সমস্ত কুৎসিৎ বিচার প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস হয়ে যায়—সেই পূজ্যবুদ্ধিই মায়িক দর্শন হ'তে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়। ভাগবতের "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ" শ্লোকে আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করি। তোমার কুদর্শন, তোমার ব্যাধি, তোমার 'হার্টডিজিজ্' কাম—একেবারে সেরে যাবে, যদি পূজ্যবুদ্ধির আশ্রিত হ'তে পার। যাঁরা লিঙ্গপুরাণাদি রচনা ক'রেছেন, তাঁদের কি তোমার মত এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও ছিল না—না, তোমাদের চেয়ে তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি কিছু কম ছিল? কিন্তু তবুও তাঁরা লিখেছেন—তবুও তাঁরা শোক-মোহ দ্বন্দ্বাতীত ভূমিকা হ'তে আমাদের মঙ্গলের জন্যই লিখেছেন—কেন? না—আমাদের জুজু'র ভয় হ'তে রেহাই দেবার জন্য—আমাদের ভোগ্যদর্শনের চির সমাধি দেবার জন্য—আমাদের প্রাকৃত বিচার নিরাস করার জন্য। পাছে জীবের ভগবত্তত্ত্বে প্রাকৃত ভাব আসে, সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ আত্মারাম শুকদেব গোস্বামী অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, অগস্ত্য, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মনেতৃবর্গের মহান্ সভায় প্রথমেই নিজের পরিচয় প্রদানমুখে সাবধান করে দিচ্ছেন যে—নির্গুণে পরিনিষ্ঠিত আমার পরিচয় আপনারা সকলেই জানেন, অতএব মনে রাখ্বেন—আমার মত ব্যক্তিও যাঁর চরিতগাথায় মুগ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে সমস্ত ভুলেছে, তাহা প্রাকৃত পুরুষের কামময়ী চরিতগাথা বিশেষ বা সাধারণ কথা নহে। আমি এ দুনিয়ার কিছু বলি না বা বল্বো না বা বল্ছি না। আমি সেই বস্তুর কথা আপনাদের পরিবেশন কর্ছি, যাঁর চরণে অর্পণ বিনা—"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ" কোন মঙ্গলই লাভ কর্তে পারে না। এই বলে তিনি তুরীয় ভূমিকার অবতারণা কর্লেন। অতএব যাঁরা প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণকে বা তদীয় লীলাকে দর্শন করেন, তাঁরা শুধু বঞ্চিতই হন না, পরন্তু মহা অপরাধ করেন এবং তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্যদর্শন চিরদিনই আত্মগোপন ক'রে থাকেন।

ভগবান তুরীয় বস্তু। তাঁর সমস্তই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বতোভাবে সেই সুন্দরেরই আরাধনার কথা জগৎকে জানায়েছেন, আর আরাধনা প্রণালীও এরূপ সুন্দর যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত পন্থায় "গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ" লাভ কর্তে পারে। ভগবান্ তাঁর ক্রীড়াপুত্তলী হ'য়ে যান। এবং সেইখানেই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভগবানের ভগবত্তার চরমপ্রকাশ। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা। ভগবৎ স্বরূপের 'ফুলেষ্ট্ এড্জাষ্ট্মেণ্ট' হচ্ছে—'সর্ব্বোত্তম নরলীলা',— যেখানে তাঁকে "অতুলং শ্যামসুন্দরম্" রূপে 'অল্ একমোডেটিভ্' রূপে পেয়ে ভক্তগণ আশ্রিতগণ নিত্যকাল পূর্ণ পঞ্চরসে সেবা করেন এবং তাহাই চরম প্রাপ্তি-সীমা। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই সুদুর্ল্লভ বস্তুকে—অসাধ্যধনকে অত্যন্ত সুলভ ক'রে দিয়েছেন, এইজন্য তিনিই একমাত্র মহাবদান্য। এই জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অত্যন্ত কাকুতি করে মিনতি করে জগৎজীবকে তাঁর চরণে শরণাগতি বিধানের জন্য কাতর আহ্বান করে বলেছেন:—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহংব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাচ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"